BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ১১

Lecture Contents

❑ বাংলাদেশের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৪৫.৩৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩) কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট দেশীয় আয়ের ১১.২০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৪ একর (১৫ শতাংশ)। খাস জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫৭ হেক্টর। চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর। ফসল তোলার ঋতু ৩টি যথা- ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি। দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪৮৪.৯৮ লাখ মেট্রিক টন (২০২২-২৩) বাংলাদেশে আবাদি জমির মধ্যে সেচ দেয়া হয় প্রায় ২০ ভাগ জমিতে *(অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩)*।

কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন শব্দ ও পূর্ণরূপ:

SAIC	SAARC Agricultural Information Centre
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture.
BSRI	Bangladesh Sugarcane Research Institute.
BJRI	Bangladesh Jute Research Institute.
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation. (1976)
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute. (1970)
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute. (1960)
IRRI	International Rice Research Institute.
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council.
BMDA	Barind Multipurpose Development Authority.
HYV	High Yield Variety.
IJSG	International Jute Study Group
BTRI	Bangladesh Tea Research Institute.

❑ শস্য উৎপাদন

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। দেশে করোনাকালে গত বছরের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের ধারা আরো বেড়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ধান উৎপাদিত হয়েছে ৪১৫.৬৯ (আউশ ৩৬.৯০, আমন ১৬৩.৪৫ এবং বোরো ২১৫.৩৪) লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একই সময়ে মোট চাল উৎপাদিত হয়েছে ৪১৫.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৬০ লাখ মে. টন, ভূট্টা প্রায় ৫৭.৬৮ লক্ষ মে. টন, আলু বীজ ৩৮.৭২১ লাখ টন, শাকসবজি বীজ ১২৯ মে. টন, তেল জাতীয় বীজ ১৮১৭ মে. টন ও ডাল জাতীয় বীজ ১৯৮৪ মে. টন। *[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩]*

কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দেশের শীর্ষ জেলা

পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা	পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ	আলু	বগুড়া
মাছ	ময়মনসিংহ	কলা	ঝিনাইদহ
পাট	ফরিদপুর	আম	নওগাঁ
গম	ঠাকুরগাঁও	আখ	নাটোর
তুলা	ঝিনাইদহ	সয়াবিন	লক্ষ্মীপুর
তামাক	কুষ্টিয়া	পেয়াজ	ফরিদপুর
কাঁঠাল	গাজীপুর	চিংড়ি	সাতক্ষীরা
চা	মৌলভীবাজার	রেণু ও পোনা	যশোর

❑ রবি শস্য

রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়। শীতকালীন সবজি-মূলা, শালগম, টমেটো, শিম, কপি ইত্যাদি; ডালজাতীয় শস্য-মুগ, মসুর, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি; তৈলবীজ শস্য-সরিষা, সয়াবিন, বাদাম প্রভৃতি রবি শস্য।

❑ কৃষিশুমারি

পাকিস্তান আমলে একবার এবং বাংলাদেশ আমলে পাঁচবার-মোট ছয়বার এ ভূখণ্ডে কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সালগুলো হলো- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮ এবং ২০১৯। এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে কেবল পল্লী এলাকায় কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রথম অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৫ মে ২০০৮। ৯-২০ জুন ২০১৯ সারাদেশে ষষ্ঠবারের মত অনুষ্ঠিত হয় কৃষি শুমারি যার স্লোগান "কৃষি শুমারি সফল করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।"

❑ জুম চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে জুম চাষ। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকার ফসলের বীজ বপন করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে তাতে একই সাথে কয়েক প্রকারের বীজ বপন করে এবং ফসল পরিপক্ব হলে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে। তাদের চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা ও তিল প্রধান। উপজাতিরা বছরে দু'বার জুম চাষ করে থাকে।

অর্থকরী ফসল

বাংলাদেশের অর্থকরী কৃষিজ সম্পদ

ফসল	গবেষণা কেন্দ্র
পাট	ঢাকার শেরে বাংলা নগর
চা	শ্রীমঙ্গল
রেশমগুটি/রেশম	রাজশাহী
ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
তুলা	রংপুর
রাবার	কক্সবাজার
তামাক	রংপুর
ধান	জয়দেবপুর
গম	নশিপুর, দিনাজপুর
কলা	রামপাল, বাগেরহাট
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মসলা	বগুড়া
ভুট্টা	দিনাজপুর
ডাল	ঈশ্বরদী, পাবনা
তৈলবীজ	জয়দেবপুর, গাজীপুর
আলু	রংপুর

পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, দ্বিতীয় আলু এবং তৃতীয় চা। পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৬টি পণ্য এবং পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৯টি পণ্য পরিবহনে। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির ৫ শতাংশে পাট চাষ করা হয়। দেশে একর প্রতি পাটের ফলন গড়ে ৬৯৬ কেজি। সাধারণত তিন ধরনের গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫১ সালে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠান দেশে চারটি উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হলো- BKRI তোষা, BJRI -৬, কেনাফজাত (শণপাট), এইচ. সি-৯৫। জাতীয় বীজ বোর্ড দেশী-৮ ও তোষা-৬ নামের পাটের দুটি নতুন জাত অবমুক্ত করে। দেশে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর। দেশে পাট ও সুতার মিশ্রণে এক ধরনের কাপড় হলো জুটন। এতে পাট ও সুতার অনুপাত ৭০ : ৩০। জুটনের আবিষ্কারক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ (১৯৮৯ সালে)। একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন ৪.৫ মণ।

চা

১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয়। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। বর্তমানে দেশে ১৬৮ টি চা বাগান রয়েছে। সর্বশেষ চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় তিনহটরি, খাগড়াছড়ি। চা চাষের জন্য প্রয়োজন অধিক বৃষ্টিপাতসমৃদ্ধ পাহাড়ি ঢালু অঞ্চল।

বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামে। বিশ্ববাজারে উৎপাদিত চায়ের মাত্র ২ শতাংশ চা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়।

দেশে সর্বাধিক চা উৎপন্ন হয় মৌলভীবাজার জেলায়। এ জেলার শ্রীমঙ্গল থানায় বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত। চা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯)। দেশে প্রথম উৎপাদিত উন্নতজাতের চা হল বিটি-১২।

চা উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ দেশ চীন, রপ্তানিতে কেনিয়া। বাংলাদেশ চা উৎপাদনে অষ্টম এবং রপ্তানিতে ৭৭তম (লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি-সর্বশেষ রিপোর্ট)।

বাংলাদেশের চা বাগানের সংখ্যা- ১৬৮টি।

স্থানের নাম	সংখ্যা	স্থানের নাম	সংখ্যা
সিলেট	২০টি	মৌলভীবাজার	৯১টি
হবিগঞ্জ	২২টি	চট্টগ্রাম	২৩টি
রাঙ্গামাটি	১টি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১টি
পঞ্চগড়	৮টি	ঠাকুরগাঁও	১টি
খাগড়াছড়ি	১ টি		

পঞ্চগড়ে চা বাগান প্রতিষ্ঠা

২ এপ্রিল, ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তেঁতুলিয়া থানার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মাদুলপাড়া এলাকায় চা গাছ রোপণের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।

তামাক

বাংলাদেশে তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায়। সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় কুষ্টিয়া জেলায়। সুমাত্রা, ম্যানিলা হল উন্নতজাতের তামাক।

রেশম

বাংলাদেশে রেশম গুঁটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। সবচেয়ে বেশি রেশম গুঁটির চাষ হয় রাজশাহী। রেশম চাষকে ইংরেজিতে বলা হয় সেরিকালচার। দেশে রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে ১৯৭৭ সালে।

রাবার

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সন্নিকটে রামু নামক স্থানে রাবার চাষ করা হয়। দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় কক্সবাজারের রামুতে, ১৯৬১ সালে। এখানে দেশের সর্বাধিক রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন রাবার বাগান ১৭টি।

তুলা

বাংলাদেশে যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে বেশি উৎপাদন হয় ঝিনাইদহ জেলায়। এছাড়া বগুড়া, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে তুলা উৎপাদন হয়। তুলা শস্যের দু'টি উন্নত জাত 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে ফার্মগেট, ঢাকায় গঠন করা হয়।

ধান

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বাংলাদেশে আবাদি জমির ৮০ ভাগেই ধানের চাষ করা হয়। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়। সমগ্র দেশে কম-বেশি ধান উৎপন্ন হয়, তবে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশে ধানের শ্রেণীভেদ হলো ৩টি- আমন, আউশ, বোরো । ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম, রপ্তানিতে থাইল্যান্ড বিশ্বে প্রথম।

ধান চাষপদ্ধতি এবং উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনের জন্য নিয়মিত কাজ করছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)। এটি গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। BRRI উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ব্রিবালাম, আশা, প্রগতি, মুক্তা প্রভৃতি।

❑ হাইব্রিড ধান

হাইব্রিড ধান উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধিতে একটি সফল ও যুগান্তকারী প্রযুক্তি। এটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতের সংকরায়নের ফলে যে প্রজন্মের উদ্ভব হয় তাকে হাইব্রিড বলা হয়।

❑ নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪

বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে। বিনা'র বিজ্ঞানীরা ইরি-৮ ধানের ওপর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে স্থানীয়ভাবে এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন জাতের এই ধান উদ্ভাবন করেন।

❑ গম

বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় ঠাকুরগাঁও জেলায়। তবে গম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুর জেলার নশিপুরে। দেশে উৎপন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের কয়েকটি গম হলো অগ্রণী, আকবর, বরকত, ইনিয়া-৬৬, পাভন-৭৬ আনন্দ, কাঞ্চন, বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী সৌরভ প্রভৃতি। দেশে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ প্রায় ১১.৬০ লাখ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)।

❑ তৈলবীজ

বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান তৈলবীজ হচ্ছে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি প্রভৃতি। দেশে তৈলবীজের উৎপাদন একর প্রতি গড়ে ৩৭০ কেজি। আমাদের দেশে তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষ সর্বাধিক। 'সফল' ও 'অগ্রণী' হলো উন্নত জাতের সরিষা। বাংলাদেশে সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে সরিষা জন্মে।

এক কথায় উত্তর

১. বাংলাদেশের মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত?
উত্তর: ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর।

২. বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ কত?
উত্তর: ০.১৪ একর।

৩. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল কত ভাগ মানুষ?
উত্তর: ৮০ ভাগ।

৪. 'খরিপ শস্য' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।

৫. 'রবিশস্য' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: শীতকালীন শস্যকে।

৬. জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত কোথায়?
উত্তর: গাজীপুর।

৭. বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঈশ্বরদী, পাবনা।

৮. দেশের বৃহত্তম 'দত্তনগর কৃষি খামার' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর।

৯. 'দত্তনগর কৃষি খামার' কার্যক্রম শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬২ সালে (আয়তন ২৩৩৭)।

১০. স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
উত্তর: ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।

১১. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭৭ সালে।

১২. বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় কত সালে?
উত্তর: ৫ এপ্রিল, ১৯৭৩।

১৩. প্রথম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৭৬ সালে।

১৪. সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ফার্মগেট, ঢাকা।

১৫. 'শস্যভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত কোন জেলা?
উত্তর: বরিশাল।

১৬. স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক।

১৭. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ফার্মগেট, ঢাকা।

১৮. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: রাজশাহীতে।

১৯. বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঈশ্বরদীতে।

২০. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৯৫১ সালে।

২১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম কী?
উত্তর: বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।

২২. ২০১২ সালে বাংলাদেশ আফ্রিকার কোন দেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে?
উত্তর: সেনেগাল।

২৩. BARI-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Bangladesh Agricultural Research Institute.

২৪. 'সোনালী আঁশ' বলা হয়-
উত্তর: পাটকে।

২৫. একটি কাঁচা পাটের গাঁইটের ওজন কত?
উত্তর: সাড়ে চার মণ।

২৬. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়-
উত্তর: ফরিদপুর জেলায়।

২৭. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল-
উত্তর: ১৯৭৪ সালে।

২৮. পাট উৎপাদনের বিশ্বের প্রথম দেশ কোনটি?
উত্তর: ভারত।

২৯. পাট রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম দেশ কোনটি?
উত্তর: বাংলাদেশ।

৩০. জুটন আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।

৩১. এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকলের নাম কী ছিল?
উত্তর: আদমজী পাটকল, বাংলাদেশ।

৩২. আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৮৪ সালে।

৩৩. IJO- এর বর্তমান নাম কী?
উত্তর: আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSG).

৩৪. বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর যাত্রা শুরু করে কবে?
উত্তর: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ (শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।

৩৫. IJSG (International Jute Study Group)-এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর: মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৩৬. বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭৭ সালে, চট্টগ্রাম।

৩৭. বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোন দেশে?
উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

৩৮. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় কত সালে?
উত্তর: ১৮৪০ সালে।

৩৯. বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় কোথায়?
উত্তর: সিলেটের মালনীছড়ায়।

৪০. বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১৬৮টি।

৪১. দেশে উৎপাদিত চায়ের রপ্তানি করা হয়-
উত্তর: ৬৫%।

৪২. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) স্থাপিত হয়-
উত্তর: ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলায়।

৪৩. চা উৎপাদনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জেলা কোনটি?
উত্তর: পঞ্চগড়।

৪৪. দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান স্থাপিত হয় কোথায়?
উত্তর: ২০০০ সালে, পঞ্চগড় জেলায়।

৪৫. দেশে চা বাজারজাতকরণের প্রথম নিলাম বাজার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: চট্টগ্রাম। ২য় চা নিলাম বাজার শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

৪৬. দেশে চা নিলাম কেন্দ্রের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৩টি (চট্টগ্রাম, শ্রীমঙ্গল, পঞ্চগড়)।

৪৭. বাংলাদেশে বছরে চা উৎপাদনের পরিমাণ কত?
উত্তর: ১০ কোটি ২৯ লাখ পাউন্ড (প্রায়)।

৪৮. দেশে বর্তমানে চা উৎপাদনের সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত?
উত্তর: ১ লাখ ২৫ হাজার (প্রায়)।

৪৯. বাংলাদেশ বছরে চা রপ্তানি করে-
উত্তর: ৫ কোটি পাউন্ড।

৫০. বাংলাদেশী চা কোম্পানির মধ্যে বৃহত্তর কোম্পানি কোনটি?
উত্তর: ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড।

৫১. বাংলাদেশে উৎপাদিত চা কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার।

৫২. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল কোনটি?
উত্তর: আলু।

৫৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয় কোথায়?
উত্তর: বগুড়ায়।

৫৪. যে ব্রিটিশ গভর্নরের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে?
উত্তর: ওয়ারেন হেস্টিংস।

৫৫. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন রাবার বাগান কতটি?
উত্তর: ১৭টি।

৫৬. দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় কোথায়?
উত্তর: কক্সবাজারের রামুতে।

৫৭. বাংলাদেশে আম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় কোথায়?
উত্তর: ১৯৮৫ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।

৫৮. বাংলাদেশের যে জেলায় বর্তমানে আম উৎপাদন বেশি হয়?
উত্তর: নওগাঁ জেলায় (২০২৩)।

৫৯. তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী-
উত্তর: যশোর জেলা।

৬০. 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'-
উত্তর: দুটি উন্নতজাতের তুলা শস্য।

৬১. বেশি তামাক উৎপন্ন হয়-
উত্তর: বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায়।

৬২. রেশম চাষকে বলা হয়-
উত্তর: সেরিকালচার।

৬৩. আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর: ৯ম (জুন-২০২৩)।

৬৪. BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান কোনটি?
উত্তর: ব্রি-৮।

৬৫. বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের চাষ শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে। এ সময় আলোক-৬২১০ জাতের ধানের চাষ করা হয়।

৬৬. মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী ধান কোনটি?
উত্তর: বিআর-৩৩।

৬৭. পূর্বাচী ধান আনা হয় কোথা থেকে?
উত্তর: গণচীন থেকে।

৬৮. আউশ ধান রোপণ করা হয় কোথা থেকে?
উত্তর: জুলাই- আগস্টে।

৬৯. রোপা আমন কাটা হয় কখন?
উত্তর: অগ্রহায়ণ-পৌষে।

৭০. সুপার রাইস কী?
উত্তর: উচ্চ ফলনশীল ধান।

৭১. আলোক ৬২১০ ধান আনে-
উত্তর: ব্র্যাক (ভারত থেকে)।

৭২. পাখি ছাড়া 'ময়না' একটি-
উত্তর: উচ্চ ফলনশীল ধান।

৭৩. লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত কোনটি?
উত্তর: ব্রি-৪৭।

৭৪. জলমগ্ন এলাকায় সহনশীল ধান কোনটি?
উত্তর: বি আর ১১, আর ১।

৭৫. বন্যা পরবর্তী এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান কোনটি?
উত্তর: ব্রি-৪৬।

৭৬. জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ধান কোনটি?
উত্তর: ব্রি-৪৪, ব্রি-৩৩, ব্রি-১১।

৭৭. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান কোনটি?
উত্তর: বিনা-৮ ও বিনা-৯।

৭৮. বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয় কোথায়?
উত্তর: ঠাকুরগাঁও জেলায়।

৭৯. বাংলাদেশে গম চাষ হয় কোন সময়ে?
উত্তর: শীত মৌসুমে।

৮০. গম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: নশিপুর, দিনাজপুর।

৮১. বর্ণালী ও শুভ্র কী?
উত্তর: উন্নত জাতের ভুট্টা।

৮২. ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম কী?
উত্তর: উত্তরণ।

Teacher's Work

১. **বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে?** *(৪৩তম বিসিএস)*
ক চট্টগ্রাম খ সিলেট গ পঞ্চগ্রাম ঘ মৌলভীবাজার **ঘ**

২. **নিম্নোক্ত কোন সালে কৃষিশুমারী অনুষ্ঠিত হয়নি?** *(৪৩তম বিসিএস)*
ক ১৯৭৭ খ ২০০৮ গ ২০১৫ ঘ ২০১৯ **গ**

৩. **বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?** *(২৬তম বিসিএস)*
ক দিনাজপুর খ রংপুর গ পাকশী ঘ ঈশ্বরদী **ঘ**

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ

গাজীপুরের জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। এর প্রতিষ্ঠাকাল ৪ আগস্ট, ১৯৭৬। এটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ৮টি শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ২৮ টি উপকেন্দ্র রয়েছে।

❐ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১. BRRI এর সদর দপ্তর গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত।
২. BRRI এর পূর্ণরূপ Bangaldesh Rice Research Institute।
৩. সারাদেশে BRRI এর ১৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। যথা- কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সোনাগাজী, ভাঙ্গা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া এবং সাতক্ষীরায় অবস্থিত।
৪. পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর।
৫. Bangaldesh Rice Research Institute নামকরণ করা হয়- ১৯৭৩ সালে।

❐ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)

১. BADC-এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Agricultural Development Corporation.
২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন একটি- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
৩. BADC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে।
৪. BADC এর পুনঃনামকরণ করা হয়- ১৯৭৫ সালে।
৫. বাংলাদেশ কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেবা কর্পোরেশন থেকে বিএডিসি নামকরণ করা হয়- ১৯৭৬ সালে।
৬. বিএডিসির প্রধান কাজ হলো- সারাদেশে কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই করা এবং অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার সরবরাহ এবং কৃষকের জন্য সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা।

❐ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)

১. DAE-এর পূর্ণরূপ হলো- Department of Agricultural Extension.
২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাজ- স্থায়ী কৃষি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সকল শ্রেণির চাষীদেরকে চাহিদা অনুযায়ী ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা।
৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অবস্থিত- ফার্মগেট, ঢাকা।

❐ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

১. বিনার পূর্ণরূপ হলো বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।
২. বিনার সদর দপ্তর অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।
৩. বিনার কাজ হলো বাংলাদেশের পারমাণবিক কৌশল কাজে লাগিয়ে কৃষিখাতের উন্নতি।
৪. **বিনা প্রতিষ্ঠিত হয়** ১৯৬১ সালে।
৫. কৃষিতে পারমাণবিক কৌশলের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন অধিক উৎপাদনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন, ভূমি ও পানির উত্তম ব্যবস্থাপনা, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং ফসলের রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার মূল বিষয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

'স্বর্ণা' সারের উদ্ভাবক : আবদুল খালেক (১৯৮৭ সাল)।
কৃষি উদ্যান : কাশিমপুর, গাজীপুর।
কৃষিনীতি প্রণীত হয় : ১৯৯১ সালে।
কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭৩ সালে।
IRDP হল : সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি।
দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প : তিস্তা বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতাক্ষেত্র বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর জেলা।
দেশে কৃষিশুমারি হয়েছে : ছয়টি; এগুলো ১৯৭৭, ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৮ ও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯) বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।

কৃষি বিষয়ক কিছু সংস্থার অবস্থান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
সার্ক কৃষিবিষয়ক কেন্দ্র	ঢাকা, বাংলাদেশ।
সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র-	ঢাকা, বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার	ঈশ্বরদী, পাবনা।
বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার	গাজীপুরে।
বাংলাদেশের চা গবেষণা বোর্ড	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা।
বাংলাদেশের মসলা গবেষণা বোর্ড	বগুড়া।
বাংলাদেশের তাঁত গবেষণা কেন্দ্র	কক্সবাজার।
তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর	ফার্মগেট, ঢাকা।
বাংলাদেশের আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI)	রাজশাহীতে।
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)	ঈশ্বরদী, পাবনা।
বাংলাদেশের গবাদি পশু গবেষণা কেন্দ্র	সাভার, ঢাকা
পাট গবেষণা কেন্দ্র	মানিকগঞ্জ
হরিণ গবেষণা কেন্দ্র	ডুলাহাজারা, কক্সবাজার
লোনা পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র	চাঁদপুর
স্বাদু পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র	ময়মনসিংহ
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ফরিদপুর
International Rice Research Institute (IRRI)	ম্যানিলা, ফিলিপাইন (১৯৬০)
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর (১৯৭০)
Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI)	জয়দেবপুর, গাজীপুর (১৯৭৬)
আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিনা)	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব. চত্বরে (১৯৭২ সালে)
সার্ক বন গবেষণা কেন্দ্র	ভুটান

বৃহত্তম কৃষি খামার

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার দত্তনগর কৃষি খামার বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার। ১৯৬২ সালে এ খামারের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে জমির পরিমাণ ২৩৩৭ একর।

ফসলের উচ্চফলনশীল জাত

ধান : হীরা, ময়না, চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ইরাটম, আশা, প্রগতি, মুক্তা, ব্রি হাইব্রিড ধান- ১, বাউ-১৬, আলোক-৬২১০, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস প্রভৃতি।

গম : বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অগ্রনী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন।

তামাক : সুমাত্রা ও ম্যানিলা।

আলু : ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী।

আম : মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, আম্রপালি, হাড়িয়াভাঙ্গা, লক্ষণভোগ, ফজলি।

মরিচ : যমুনা।

টমেটো : বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, মিন্টো, ঝুমকা, সিন্দুর, ও শ্রাবণী।

বেগুন : ইওরা, শুকতারা ও তারাপুরী।

কলা : অমৃতসাগর, মেহেরসাগর, সবরি, সিঙ্গাপুরী, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীটজবা।

তরমুজ : পদ্মা, মধুমতী, টপইস্ট, ডব্লিউএম-০০২, ডব্লিউএম-০০৩।

পাট : ধবধবে, ডি-১৫৪, সিলি-৪৫, সিভিই-৩, অ্যাটম পাট-৩৮, সবুজ পাট (সিভিএল ১), ফাল্গুনী তোষা ও ৯৮৯৭ ।

তুলা : রুপালি, ডেলফোজ, ডেল্টা পাইন ১৬, বিএসি ৭।

ভুট্টা : বর্ণালী, শুভ্রা, খই ভুট্টা, মোহর, সুপার সুইট কর্ণ সোয়ান-২, বারিভুট্টা-৫, বারিভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১।

সয়াবিন : ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবিন-৪।

তিসি : নীলা।

সূর্যমুখী : কিরণী (ডিএস-১১)

ফুলকপি : আর্লি স্নোবল, হোয়াইট ব্যারন, ট্রপিক্যাল, রাক্ষুসী, বারী ফুলকপি-১।

কচু : ঝিলাসী, লতিরাজ।

গোলমরিচ : জৈন্তা।

বাঁধাকপি : প্রভাতী, এ্যাটলাস-৭০, গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়া ক্রস, গ্রিন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, বারি বাঁধাকপি-১, বারি বাঁধাকপি।

মূলা : তাসাকি সান মূলা-১, মিনু আর্লি, বারি মূলা-১, বারি মূলা-২, বারি মূলা-৩।

হলুদ : ডিমলা, সুন্দরী।

পেয়ারা : কাজী পেয়ারা, স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর, মুকুন্দপুরী।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৮৪ সালে।
- BFRI এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Fisheries Research Institute.
- একে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে অভিহিত করা হয়-১৯৯৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকালে সদর দপ্তর করা হয়- চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে।
- এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়- ১৯৮৬ সালে।

মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	সদর দপ্তর
১. স্বাদু পানি কেন্দ্র	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	ময়মনসিংহ
২. নদী কেন্দ্র	নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গবেষণা	চাঁদপুর
৩. লোনা পানি কেন্দ্র	লোনা পানির মাছ গবেষণা	পাইকগাছা, খুলনা
৪. সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	সমুদ্রের মাছ চাষ ও সংগ্রহ, উৎপন্ন পণ্য উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা	কক্সবাজার
৫. চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	চিংড়ি গবেষণা	বাগেরহাট

উপকেন্দ্রগুলো হলো–

- রাঙ্গামাটি কাপ্তাই লেক উপকেন্দ্র (রাঙ্গামাটি)।
- সাস্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র (বগুড়া)।
- খেপুপাড়া নদী উপকেন্দ্র (পটুয়াখালী)।
- যশোর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (যশোর)।
- সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (নীলফামারী)।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৪৮৫.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ৩২.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৪৯.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১০.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৮৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে আউশ ৩৬.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৬৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক

টন, বোরো ২১৫.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ এবং লেখচিত্র ৭.১-এ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো-

সারণি: খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্য শস্য	২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	৩৬.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন
আমন	১৬৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন
বোরো	২১৫.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন
মোট চাল	৪১৫.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন
গম	১১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন
ভুট্টা	৫৭.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন
মোট	৪৮৪.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন

[অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩]

❑ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ:

গত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিলো ১৯.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে বোরো এবং আমন ফসল থেকে ২০.২০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

❑ খাদ্যশস্য আমদানি

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন, (চাল ৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৫.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। বেসরকারি খাতে ৪.১৪ লক্ষ মে.টন চাল ও ১৩.৩৯ লক্ষ মে. টন গম সহ মোট ২৯.০৯ লক্ষ মে.টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)।

❑ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (Monetised) আকারে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য-কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারিভাবে ৩২.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে ৩০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (আর্থিক খাতে ২০.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাতে ১০.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩২.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক (Monetised) খাতে ১৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক (Non-monetised) খাতে ৫.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন, সর্বমোট ১৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

❑ খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা:

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। যা ২০২১-২২ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২১.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

❑ নিরাপদ খাদ্য

জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

বিভিন্ন কালচার

মৌমাছি চাষ	এপিকালচার (Apiculture)
রেশম চাষ	সেরিকালচার (Sericulture)
মৎস্য চাষ	পিসিকালচার (Pisiciculture)
উদ্যানতত্ত্ব	হর্টিকালচার (Horticulture)
পাখি চাষ	এভিকালচার (Aviculture)
চিংড়ি চাষ	প্রনকালচার (Prawnculture)

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের গবাদি পশুর ভ্রূণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫ সালে
বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
গোচারণের জন্য বাথান আছে	পাবনা ও সিরাজগঞ্জে
মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	বাগেরহাটে
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	সিলেটের টিলাগড়ে
ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র অবস্থিত	রাজবাড়ি হাট
বন্যপ্রাণি প্রজনন কেন্দ্র (সরকারি) অবস্থিত	করমজল, সুন্দরবন
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
কুমির প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	ময়মনসিংহের ভালুকায়
গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র অবস্থিত	রাঙামাটি জেলায়
উন্নত জাতের গাভী	হরিয়ানা, সিন্ধী, ফ্রিসিয়ান, হিসাব, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি।
সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত-	ফ্রিসিয়ান।
ব্রয়লার	যে সকল মুরগী কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে।
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগী	হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভার, মিনিব্রো
লেয়ার-	ডিমপাড়া মুরগীকে লেয়ার বলে।
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	লেগহর্ণ

মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায়	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টরলক জাতের মুরগী থেকে
যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম	রামছাগল
ব্লাক বেঙ্গল	এক ধরনের ছাগল
বনরুই	এক ধরনের বিড়াল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	পদ্মা নদীতে
মুরগীর রোগ	রাণীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলেরা, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি
হাঁসের রোগ	ডাক প্লেগ, রোপা
গবাদি পশুর রোগ	গো-বসন্ত, যক্ষ্মা, ব্লাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ

সকল জীবের অস্তিত্বের জন্য পানি অপরিহার্য একটি প্রাকৃতিক উপাদান। আমাদের ভূ-মণ্ডলে, তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্গত যতগুলো উপাদান আছে তার মধ্যে পানি হলো একক অপরিহার্য একটি উপাদান। এর উপর টিকে আছে জাগতিক সকল জীবন, বলা যায় বেশির ভাগ বস্তু ও জীব। বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেশের শিল্প, কৃষি সকল ক্ষেত্র নদী বা পানির উপর নির্ভরশীল। অনেকগুলো নদী বাংলাদেশ-ভারত উভয়ের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কিন্তু বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক বা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভাটির দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিকভাবে নিম্নাঞ্চল ও বটে। যৌথ নদী কমিশনের মতে বাংলাদেশে ৫৭টি নদীর আন্তঃসীমান্ত সংযোগ রয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি নদী ভারতীয় ভূখণ্ড হতে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং মায়ানমার হতে ৩টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	Key points
১. চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রিঃ	বাংলাদেশের প্রথম পানি শোধনাগার
২. সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯ খ্রিঃ	
৩. গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯ খ্রিঃ	
৪. সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রিঃ	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার
৫. জশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	২০১৫ খ্রিঃ	

সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৭ টি নদীর ৫৪ টিই ভারত হতে এসেছে। এ পর্যন্ত যৌথ নদী কমিশনের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো-১) গঙ্গা ও তিস্তা নদীর যৌথ জরিপ, ২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা, ৪) নদীর ধারাপথের উন্নতি সাধন, ৫) সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের উদ্ভাবন।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে পদ্মা নদীতে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে খালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মজে যাওয়া কপোতাক্ষ নদকে প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার এবং কয়েকটি উপখালের জন্য খননকার্য পরিচালনা করা হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প।

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালে তৈরি করা হয়। ১৯৮০ সালে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হলে ভৌত কাজ শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। এটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৩৫ টি থানার ৫৪০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান

Flood Action Plan নদী শাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলা নামক স্থানে গ্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙ্গালী নদীর একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাড়ায় ও সিরাজগঞ্জে নদীরতীর সংরক্ষণের কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের বন্যায় ফ্লাড অ্যাকশন প্লান এর নদী শাসন প্রকল্প গাইবান্ধায় ভেঙ্গে পড়ে।

এক কথায় উত্তর

১. **কোন জাতের ছাগল বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়?**
উত্তর: ব্ল্যাক বেঙ্গল বা কালো জাতের ছাগল।

২. **বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত কোথায়?**
উত্তর: কক্সবাজার জেলার চকোরিয়াতে।

৩. **বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর: ফকিরহাট, বাগেরহাট।

৪. **মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নাম কী?**
উত্তর: Department of Fisheries.

৫. **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ইংরেজি নাম কী?**
উত্তর: Department of Livestock Services (DLS).

৬. **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর: ফার্মগেট, ঢাকা।

৭. **পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান নাম কী?**
উত্তর: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৮. **বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় কবে?**
উত্তর: ৫ মে, ১৯৯৫।

৯. **পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে?**
উত্তর: সাইবেরিয়া থেকে।

১০. **বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ সেন্টার কোথায়?**
উত্তর: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার কবে স্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯৮৪ সালে (আয়তন ৮০ একর)।

১২. বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কোন খাতে?

উত্তর: কৃষি খাতে।

১৩. বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ কিসের উপর নির্ভর করে?

উত্তর: নলকূপের পানির উপর।

১৪. বাংলাদেশের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে কোন পানিতে?

উত্তর: অগভীর নলকূপের পানিতে।

১৫. বাংলাদেশে নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে কবে?

উত্তর: ১৯৯৩ সালে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।

১৬. পানিতে স্বাভাবিকমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে কতটি জেলায়?

উত্তর: ৬১ টি জেলায়।

১৭. পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি কতটি জেলায়?

উত্তর: ৩টি জেলায়। যথা-রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

১৮. বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা কোনটি?

উত্তর: চাঁদপুর।

১৯. তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয় কবে?

উত্তর: ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর (ঢাকার ফার্মগেট)। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

২০. সর্বাধিক আখ উৎপন্ন হয় কোথায়?

উত্তর: নাটোর।

২১. সর্বাধিক কলা উৎপন্ন হয় কোথায়?

উত্তর: ঝিনাইদহ (বর্তমান)।

২২. 'উত্তরা' কী?

উত্তর: উন্নত জাতের বেগুন।

২৩. সবচেয়ে বেশি আনারস উৎপন্ন হয় কোথায়?

উত্তর: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে।

২৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?

উত্তর: ০.০১ মি.গ্রা./লিটার।

২৫. বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা কত?

উত্তর: ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার।

২৬. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয় কোথায়?

উত্তর: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

২৭. আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক কে?

উত্তর: প্রফেসর আবুল হুসসাম।

২৮. আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক কে?

উত্তর: অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।

২৯. বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প কোনটি?

উত্তর: গঙ্গা-কপোতাক্ষ (G-K) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।

৩০. GK প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল-

উত্তর: কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা।

৩১. বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প কোনটি?

উত্তর: তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।

৩২. তিস্তা বাঁধ কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: লালমনিরহাট জেলায়।

৩৩. তিস্তা বাঁধ প্রকল্পে আওতাভুক্ত অঞ্চল কোনটি?

উত্তর: রংপুর ও দিনাজপুর।

৩৪. তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয় কবে?

উত্তর: ১৯৫৯-৬০ সালে।

৩৫. তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় কবে?

উত্তর: ৫ আগস্ট, ১৯৯০।

৩৬. DND বাঁধের পুরো নাম কী?

উত্তর: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা।

৩৭. বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত?

উত্তর: বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্রিটিশ আমলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

Teacher's Work

১. অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁসী, মোহনবাঁসী ও বীটজবা কী জাতীয় ফলের নাম? *(৩৬, ১০তম বিসিএস)*

ক) কলা | খ) পেয়ারা | গ) পেঁপে | ঘ) জামরুল — **খ**

২. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? *(৩৬তম বিসিএস)*

ক) খুলনায় | খ) ঢাকায় | গ) নারায়ণগঞ্জ | ঘ) চাঁদপুর — **ঘ**

৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গো-চরণের জন্য বাথান আছে? *(১৯তম বিসিএস)*

ক) দিনাজপুর | খ) পাবনা-সিরাজগঞ্জ | গ) বরিশাল | ঘ) ফরিদপুর — **খ**

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল মূলত ক্রান্তীয় বনেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও ফলবান অঞ্চল। এখানে সূর্যের খাড়া তাপ পড়ে। প্রায় সারা বছর ধরে গরম আবহাওয়া বিরাজমান। বাংলাদেশে মোট স্থলভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ১৫ শতাংশের কিছু বেশি পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০২ হেক্টর। দেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৭ শতাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সুন্দরবন ও পটুয়াখালী উপকূল এলাকায় ২৭ শতাংশ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে রয়েছে ২ শতাংশ। বাকী সব রাস্তা, বাঁধ ও অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শ্রেণি বিভাগ:

গোষ্ঠী অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।
২. ক্রান্তীয় পাতাঝড়া বৃক্ষের বনভূমি।
৩. উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন।

ক্রান্তীয় প্রায়-চিরহরিৎ বন :

অবস্থান	সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে।
প্রধান প্রধান বৃক্ষ	চাপালিশ, তেলসুর, ময়না, গর্জন, গামার, জঙ্গল, বাঁশ, বেত প্রভৃতি।
চিরহরিৎ উদ্ভিদের ধরন	পাতা একসঙ্গে ঝরে পড়ে না। পাতাগুলো চির সবুজ থাকে।
এ বনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব	বাঁশ : চন্দ্রঘোনা কাগজকলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ ব্যবহৃত হয়। গামারি ও চাপালিশ : নৌকা ও সাম্পান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গর্জন ও জারুল : রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
প্রাণী	প্রধান প্রাণী হাতি হলেও Hog deer ও Barking deer দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি :

অবস্থান	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মধুপুর, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড়।
প্রধান বৃক্ষ	শাল
উদ্ভিদের ধরন	পাতা একবারে ঝরে যায়।
শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত	ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি।
সবচেয়ে বেশি শাল বৃক্ষ আছে	ভাওয়াল বনে।
মধুপুর ও গাজীপুরের ভাওয়াল বনভূমি	পত্রঝরা বনভূমি।
এ বনভূমির গাছগুলো হলো	কড়ই, হিজল, বহেরা, হরিতকি, কাঁঠাল, নিম, কুর্চি, ছাতিম প্রভৃতি।
এ বনের বৃক্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব	শাল কাঠ: ঘর তৈরিতে, বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুর্চি: ছাতার বাট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ছাতিম: টেক্সটাইল মিলে ব্যবহৃত হয়।

বনজ সম্পদের ব্যবহার

বাঁশ ও ঘাস	:	কর্ণফুলী ও সিলেট কাগজ কলের কাঁচামাল হিসেবে।
গর্জন ও জারুল	:	রেলপথের স্লিপার তৈরিতে
চাপালিশ ও গামারি	:	সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে
সেগুন	:	আসবাবপত্র তৈরিতে
শাল	:	গৃহ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরিতে।
গেওয়া, ধুন্দল ও শিমুল	:	দিয়াশলাই তৈরিতে, পেন্সিল তৈরিতে ঘরের
গোলপাতা	:	ছাউনি হিসেবে
কুর্চি	:	ছাতার বাট তৈরিতে।
ছাতিম	:	টেক্সটাইল তৈরিতে।

মধুপুর ও ভাওয়াল গড় :

১. এ বনের আয়তন হলো ৪,১০৩ বর্গ কি. মি।
২. এ বনের অবস্থান হলো টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ জেলা।
৩. এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল বা গজারি।

বরেন্দ্র অঞ্চল :

১. এ বনের আয়তন হলো ৯,৩২০ বর্গকি.মি.।
২. এ বনের অবস্থান রাজশাহী,পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর জেলায়।
৩. এ বনের মূল গাছ হলো শাল বা গজারি।

পার্বত্য বন:

১. এ বনের আয়তন হলো - ১৩,৩৫৫ বর্গ.কি.মি.।
২. এ বনের অবস্থান হলো - পার্বত্য চট্টগ্রামে।
৩. এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো - চাপালিশ, ময়না, গামারী, শিমুল, জারুল।

সুন্দরবন

সুন্দরবন অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল। 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্যের কারণে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়। সুন্দরবনের অন্য নাম বাদাবন। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০০০০ বর্গকি.মি.। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬০১৭ বর্গকি.মি যা মোট বনভূমির ৬২ শতাংশ (বন অধিদপ্তর)। অবশিষ্টাংশ রয়েছে ভারতে। সুন্দরবনের বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গকিলোমিটার পটুয়াখালী ও বরগুনায় অবস্থিত। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন বৃক্ষ সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়া ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ (Spotted Deer), বানর, সাপ এখানকার প্রধান প্রাণী। সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য পাগমার্ক (পদচিহ্ন) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে, গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়। হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয়।

❑ জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকো-সাফারি পার্ক

১. দেশে প্রথম ইকোপার্ক স্থাপিত হয় - চট্টগ্রাম।
২. মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক অবস্থিত - মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
৩. বাংলাদেশে প্রথম সাফারি পার্কের নাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
৪. বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম - বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন।
৫. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় -- ১৯৬১ সালে।
৬. চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতা নাম - ঈশ্বরচন্দ্র গুহ।
৭. ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত - মিরপুর, ঢাকা।
৮. বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক - বাহাদুরশাহ পার্ক।
৯. বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন - বলধা গার্ডেন।
১০. প্রথম সাফারি পার্ক- ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
১১. বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সাফারি পার্ক- বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (শ্রীপুর, গাজীপুর)।
১২. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক নির্মিত হচ্ছে- গাজীপুরের কালিয়াকৈরে।
১৩. বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে - চট্টগ্রামে।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এদেশে খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি প্রথম সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. প্রাকৃতিক গ্যাস
২. কয়লা
৩. পীট
৪. খনিজ তেল
৫. চুনাপাথর
৬. কঠিন শিলা
৭. শ্বেত-মৃত্তিকা
৮. কাঁচ-বালি
৯. লৌহ-আকরিক
১০. খনিজ বালি

❑ প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৫৫ সিলেটের হরিপুরের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে ছাতক, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং প্রভৃতি স্থানে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সময়কাল ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আরো ৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে ব্যাপকতা আসে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলোতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ৪০.২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র নিম্নরূপ-

১) হরিপুর, সিলেট
২) ছাতক, সুনামগঞ্জ
৩) রশিদপুর, মৌলভীবাজার,
৪) তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
৫) কৈলাসটিলা, সিলেট,
৬) হবিগঞ্জ
৭) বাখরাবাদ, কুমিল্লা
৮) সেমুতাং, খাগড়াছড়ি
৯) কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম
১০) বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
১১) ফেনী
১২) বিয়ানীবাজার, সিলেট
১৩) কামতা, গাজীপুর
১৪) বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ
১৫) ফেঞ্চুগঞ্জ
১৬) জালালাবাদ, সিলেট
১৭) মেঘনা, কুমিল্লা
১৮) নরসিংদী
১৯) শাহবাজপুর, সিলেট
২০) সালদা নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২১) সান্দু, বঙ্গোপসাগর
২২) মাগুরছড়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
২৩) লালমাই, কুমিল্লা
২৪) শ্রীকাইল, কুমিল্লা
২৫) সুন্দলপুর, নোয়াখালী
২৬) ভোলা নর্থ-১, ভোলা
২৭) মোবারকপুর, পাবনা
২৮) ভেদুরিয়া, ভোলা
২৯) ইলিশা - ১, ভোলা।

❑ বাংলাদেশে খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার

বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৪০.০০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার-১৭%, শিল্প-১৯%, গৃহস্থালি-১৩%, সার কারখানা-৬.০০%, সি.এন.জি-৪.০০% বাণিজ্যিক-১.০০%, চা বাগান-০.১০% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)। ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হয়। এটি বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডের সময় এ গ্যাসক্ষেত্রের দায়িত্বে ছিল অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ সময় এই গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খননের দায়িত্বে ছিল কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো।

❑ খনিজ তেল

সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে, রশিদপুর ও তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

❑ কয়লা

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাশপীর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরঘাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের চান্দাবিল ও বাঘিয়া বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলা বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে।

❑ কঠিন শিলা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা খনির আয়তন ১.৪৪ বর্গ কি.মি।

❑ চুনাপাথর

চাকেরহাট, লালঘাট, জাফলং, ভাঙ্গারহাট, জকিগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সীতাকুণ্ডে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

❑ চীনা মাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা

নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়।

❑ সিলিকা বালি

হবিগঞ্জের নয়াপাড়া, ছাতিয়ান, শাহবাজার, সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, চট্টগ্রামের দোহাজারী, গারো পাহাড়ে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সিলিকা বালি পাওয়া যায়।

তেজস্ক্রিয় বালু

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের 'কালো সোনা' ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমি বিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

নুড়িপাথর

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

গন্ধক

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

তামা

রংপুর জেলার রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইউরেনিয়াম

মৌলভীবাজারে কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

খনিজ বালি

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ

১. বর্তমানে ৩৩তম দেশ হিসেবে বিশ্ব নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।
২. বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১০টি।
৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - পায়রা, পটুয়াখালী।
৪. বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৫. বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র- দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
৬. বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র - খুলনার বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র।
৭. বাংলাদশের প্রথম বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া
৮. বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১টি। যথা-কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
৯. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে - কর্ণফুলী নদীতে।
১০. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় - ১৯৬২ সালে।
১১. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে - ১৯৬৫ সালে।
১২. কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা - ২৩০ মেগাওয়াট।
১৩. বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম - রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
১৪. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত - পাবনা জেলায়।
১৫. বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র - সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা জেলা।
১৬. সিরাজগঞ্জের বাঘা বাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম - বিজয়ের আলো।
১৭. বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
১৮. বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - ফেনীর সোনাগাজীতে।
১৯. বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান - Dhaka Electric Supply company Ltd (DESCO), Dhaka Power Distribution Company Ltd (DPDC), Rural Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)।
২০. গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত - পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)।

এক কথায় উত্তর

১. রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কোন কাঠ?
উত্তর: গর্জন ও জারুল।

২. বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ কত?
উত্তর: ২.৩০ মিলিয়ন হেক্টর (বন অধিদপ্তর)।

৩. ভাওয়াল বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: গাজীপুরে।

৪. মধুপুর বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।

৫. মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কী?
উত্তর: শাল।

৬. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা হয়েছে কতটি জেলায়?
উত্তর: ১০টি জেলায়।

৭. বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম কী?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।

৮. বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রবর্তিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৯৩ সালে।

৯. বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কবে?
উত্তর: ১৯৮১ সালে।

১০. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কত সালে?
উত্তর: ১৯৮১ সালে।

১১. বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি কোনটি?
উত্তর: সুন্দরবন।

১২. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট আয়তনের কত ভাগ?
উত্তর: ১৫.৫৮%।

১৩. অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি কোনটি?
উত্তর: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২,০০০ বর্গ কিমি)।

১৪. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি কোন বিভাগে?
উত্তর: চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।

১৫. জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি কোন জেলায়?
উত্তর: বাগেরহাট জেলায়।

১৬. বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম কী?
উত্তর: বৈলাম।

১৭. সূর্যকন্যা বলা হয় কোন গাছকে?
উত্তর: তুলা গাছকে।

১৮. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ কোথায়?
উত্তর: ইউক্লিপটাস।

১৯. বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি - দেশের মোট জ্বালানির কত ভাগ পূরণকারী?
উত্তর: ৬০% পূরণ করে।

২০. দেশের কোন বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয়?
উত্তর: পার্বত্য বনাঞ্চল।

২১. সুন্দরবন নামকরণের কারণ কী?
উত্তর: 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্য।

২২. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনের নাম কী?
উত্তর: সুন্দরবন।

২৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন কোনটি?
উত্তর: সুন্দরবন।

২৪. সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন কোনটি?
উত্তর: সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।

২৫. বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত?
উত্তর: ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার।

২৬. সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয় কোন জায়গাকে?
উত্তর: হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে।

২৭. সুন্দরবনের বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি কোনটি?
উত্তর: ক্যামেরা ট্রাকিং (পূর্বে ছিল পাগমার্ক)।

২৮. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কী?
উত্তর: মিথেন।

২৯. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয় কখন ও কোথায়?
উত্তর: ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।

৩০. মজুদগ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
উত্তর: তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।

৩১. বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আছে?
উত্তর: ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)।

৩২. সমুদ্রে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
উত্তর: সাঙ্গু।

৩৩. বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি?
উত্তর: ইলিশা-১, ভোলা।

৩৪. ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় কোন গ্যাস ক্ষেত্র হতে?
উত্তর: তিতাস।

৩৫. গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে বিভক্ত করে?
উত্তর: ২৩টি।

৩৬. বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে কয়টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে?
উত্তর: ২৮টি।

৩৭. শিল্প খাতে প্রথম গ্যাস সংযোগ দেয়া হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫৯ সালে।

৩৮. সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: বঙ্গোপসাগরে।

৩৯. বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে সমুদ্রে অবস্থিত কতটি?
উত্তর: ২টি।

৪০. বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫৯ সালে।

৪১. বাংলাদেশে চুনাপাথরের উৎস কোথায়?
উত্তর: টাকেরঘাট ও জাফলং।

৪২. বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায়?
উত্তর: কুতুবদিয়ায়।

৪৩. বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহালি গ্রামে।

৪৪. দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে।

৪৫. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রথম কালো সোনা আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মকর্তা এইচ কবির।

৪৬. বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম কী?
উত্তর: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।

৪৭. দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

৪৮. বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয় কোথায়?
উত্তর: ফেনীর সোনাগাজীতে।

৪৯. বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত কোথায়?
উত্তর: দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায়।

৫০. হরিপুর (সিলেট) তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে কে?
উত্তর: বাপেক্স।

৫১. মার্কিন তেল, গ্যাস অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষর করে কবে?
উত্তর: ১৬ জুন, ২০১১।

Teacher's Work

১. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে? *(৩৭তম বিসিএস)*
ক) ৪০-৫০ খ) ৬০-৭০ গ) ৮২-৯০ ঘ) ৩০-২৫ **গ**

২. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? *(১৪তম বিসিএস)*
ক) টিএসপি খ) ইউরিয়া গ) পটাশ ঘ) এমোনিয়া ফসফেট **খ**

৩. হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-
ক) ১৯৮৭ খ) ১৯৮৬ গ) ১৯৮৫ ঘ) ১৯৮৪ **খ**

Unique Question for Student Practice

১. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত?
ক ২ কোটি ৯ লক্ষ একর খ ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর
গ ১ কোটি ৭৭ লক্ষ একর ঘ ১ কোটি ৮৫ লক্ষ একর **খ**

২. বাংলাদেশের চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ-
ক ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর খ ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর
গ ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর ঘ ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর **ঘ**

৩. বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ-
ক ১ একর খ ১.৫ একর
গ ২ একর ঘ ০.১৫ একর **ঘ**

৪. কোনটি রবি ফসল নয়?
ক টমেটো খ মূলা গ কচু ঘ গম **গ**

৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতবার কৃষিশুমারি হয়েছে?
ক ২ বার খ ৩ বার গ ৪ বার ঘ ৬ বার **ঘ**

৬. বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি করা হয়ে কোন সালে?
ক ১৯৯৬ খ ২০১৯ গ ২০০১ ঘ ২০০৮ **খ**

৭. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম-
ক BERI খ BRRI গ BIRR ঘ IRRI **খ**

৮. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ক গাজীপুর খ চাঁদপুর গ ফরিদপুর ঘ বরিশাল **ক**

৯. BADC এর কাজ কী?
ক কৃষি উন্নয়ন খ শিল্পোন্নয়ন
গ চিকিৎসা উন্নয়ন ঘ কোনটিই নয় **ক**

১০. নিচের কোনটি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য?
ক ভাত খ দুধ গ রুটি ঘ লেবু **ঘ**

১১. বাংলাদেশ মহিষ প্রজনন কেন্দ্র কোথায়?
ক খুলনা খ যশোর গ বাগেরহাট ঘ পাবনা **গ**

১২. সম্প্রতি বাংলাদেশে জীবন রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে-
ক ছাগলের খ ধানের গ গমের ঘ আঁখের **ক**

১৩. ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কোন উদ্ভিদের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন?
ক ধান খ গম গ পাট ঘ তুলা **গ**

১৪. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত-
ক ঢাকায় খ দিনাজপুর গ শ্রীমঙ্গল ঘ চট্টগ্রামে **গ**

১৫. 'মেশতা' এক জাতীয়-
ক ধান খ তুলা গ পাট ঘ তামাক **গ**

১৬. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপান্ন হয়?
ক রংপুর খ ফরিদপুর গ টাঙ্গাইল ঘ যশোর **খ**

১৭. জুটন কে আবিষ্কার করেন?
ক ড. মো: সিদ্দিকুল্লাহ খ ড. কুদরাত-ই-খুদা
গ ড. ইন্নাস আলী ঘ ড. ওয়াজেদ মিয়া **ক**

১৮. একটি কাঁচা পাটের গাঁটের ওজন-
ক ৪.৫ মন খ ২.৫ মন গ ৪ মন ঘ ৫ মন **ক**

১৯. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?
ক ধান খ গম গ আখ ঘ পাট **ঘ**

২০. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় কবে?
ক ১৮৬০ সালে খ ১৮৪৮ সালে
গ ১৮৪০ সালে ঘ ১৮৬৪ সালে **গ**

২১. সিলেটে প্রচুর চা জন্মাবার কারণ কী?
ক পাহাড় ও অল্প বৃষ্টি খ সমতল ভূমি
গ বনভূমি ও প্রচুর বৃষি ঘ পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি **ঘ**

২২. সর্বাধিক চা বাগান কোন জেলায় অবস্থিত?
ক সিলেট খ হবিগঞ্জ
গ সুনামগঞ্জ ঘ মৌলভীবাজার **ঘ**

২৩. উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় চা বাগান আছে?
ক পঞ্চগড় খ দিনাজপুর গ বগুড়া ঘ রাজশাহী **ক**

২৪. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল-
ক চা খ ধান গ আলু ঘ গম **গ**

২৫. বাংলাদেশে সর্বশেষ কোন জেলায় চা বাগান করা হয়?
ক পঞ্চগড় খ দিনাজপুর
গ কুড়িগ্রাম ঘ বান্দরবান **ক**

২৬. বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায়-
ক ১৪ কোটি পাউন্ড খ ১৩ কোটি পাউন্ড
গ ১০.৫ কোটি পাউন্ড ঘ ৯.৫ কোটি পাউন্ড **ঘ**

২৭. 'চা'-এর আদিবাস-
ক ভারত খ শ্রীলংকা গ চীন ঘ জাপান **গ**

২৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি চা বাগান আছে?
ক ১৫৮টি খ ১৬১টি গ ১৬০টি ঘ ১৬৮টি **ঘ**

২৯. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নতুন উদ্ভাবিত ক্লোন চা কোনটি?
ক বি টি-১২ খ বি টি-১৬ গ বিটি-১৪ ঘ বিটি-১৩ **ক**

৩০. সবচেয়ে বেশি তামাক জন্মে কোন জেলায়?
ক রাজশাহী খ কুষ্টিয়া গ দিনাজপুর ঘ রাঙামাটি **খ**

৩১. সুমাত্রা ও ম্যানিলা কোন ফসলের নাম?
ক ধান খ পাট গ গম ঘ তামাক **ঘ**

৩২. বাংলাদেশে রেশম উৎপন্ন হয়-
ক ময়মনসিংহে খ পাবর্ত্য চট্টগ্রামে
গ রাজশাহীতে ঘ সুন্দরবনে **গ**

৩৩. রেশমগুটির চাষ সর্বাধিক পরিমাণে হয়-
ক রাজশাহী খ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ কক্সবাজার ঘ রাঙামাটি **খ**

৩৪. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রেশম চাষ করা হয়?
ক পূর্বাঞ্চলে খ পশ্চিমাঞ্চলে
গ উত্তরাঞ্চলে ঘ দক্ষিণাঞ্চলে **গ**

৩৫. বাংলাদেশের কোথায় রাবার চাষ করা হয়?
ক কক্সবাজারের রামুতে খ কক্সবাজারের চকোরিয়ায়
গ চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘ বান্দরবানের থানচিতে **ক**

৩৬. বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদী জমির-
ক ৬০% খ ৭৩% গ ৮০% ঘ ৯০% **গ**

৩৭. মোটামুটিভাবে ১০০ কেজি ধানে কত কেজি চাল পাওয়া যায়?
ক ৫২ কেজি খ ৬০ কেজি গ ৬৬ কেজি ঘ ৭৫ কেজি **গ**

৩৮. কাটারীভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা-
ক দিনাজপুর খ বরিশাল
গ ময়মনসিংহ ঘ কুমিল্লা **ক**

৩৯. সবচেয়ে উচ্চ ফলনশীল কোনটি?
ক সাতিশাইল খ মালা ইরি
গ নাজিরশাইল ঘ পাইজাম — খ

৪০. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে?
ক দিনাজপুর খ বরিশাল গ ময়মনসিংহ ঘ নওগাঁ — ঘ

৪১. মূল্য পরিমাপে বাংলাদেশে কোন কৃষিপণ্য সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়?
ক পাট খ ইক্ষু গ চা ঘ ধান — ঘ

৪২. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো-
ক ইরি-৮ খ ইরি-১ গ ইরি-২০ ঘ ইরি-৩ — ক

৪৩. মুক্তা, গাজী, বিপ্লব কোন জাতীয় ফসলের নাম?
ক উন্নত জাতের গম খ উন্নত জাতের পাট
গ উন্নত জাতের ধান ঘ উন্নত জাতের ভুট্টা — গ

৪৪. কোন জেলায় সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়?
ক বরিশাল খ ময়মনসিংহ
গ ঢাকা ঘ কুমিল্লা — খ

৪৫. ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান কততম?
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয় গ চতুর্থ ঘ পঞ্চম — খ

৪৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান-
ক মালা খ বি আর-৮ গ বি আর-৫ ঘ বি আর-৯ — খ

৪৭. উত্তরাঞ্চলে 'মঙ্গার ধান' বলে পরিচিত-
ক বি আর-৩৩ খ বি আর-৮
গ বি আর-৫ ঘ বি আর-২২ — ক

৪৮. রপ্তানি আয়ের দিক দিয়ে কোনটি সবচেয়ে অর্থকরী ফসল?
ক ধান খ তামাক গ মরিচ ঘ তৈলবীজ — ক

৪৯. বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়?
ক রাজশাহী খ ঠাকুরগাঁও গ যশোর ঘ দিনাজপুর — খ

৫০. বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কলার চাষ হচ্ছে। নিচের কোনটি তাদের একটি?
ক হাইব্রিড খ দোয়েল গ আনন্দ ঘ অগ্নিশ্বর — ঘ

৫১. বাংলাদেশের 'কৃষি দিবস'-
ক পহেলা কার্তিক খ পহেলা মাঘ
গ পহেলা অগ্রহায়ণ ঘ পহেলা বৈশাখ — গ

৫২. কোন জেলাকে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হয়?
ক বৃহত্তর রংপুর জেলা খ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা
গ বৃহত্তর বরিশাল জেলা ঘ বৃহত্ত কুষ্টিয়া জেলা — গ

৫৩. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-
ক মাছ ও শঙ্খ খ ঝিনুক ও লবণ
গ মাছ ও কাঁকড়া ঘ পানি ও মাছ — ঘ

৫৪. বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের পোনামাছ ধরা নিষিদ্ধ?
ক ২০ সেমি খ ২৩ সেমি গ ২৫ সেমি ঘ ৩০ সেমি — খ

৫৫. বাংলাদেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়েছে?
ক খুলনা খ সাতক্ষীরা গ বাগেরহাট ঘ বরগুনা — গ

৫৬. বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে-
ক বোরো ধানের চাষ খ শুটকী মাছ উৎপাদন
গ নৌকা তৈরীর কাজ গ চিংড়ি চাষ — খ

৫৭. 'পিরানহা' কী?
ক রাক্ষুসে মাছ খ হিংস্রপাখি
গ গ্রামীণ পোশাক ঘ বিষাক্ত পতঙ্গ — ক

৫৮. আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত কীসের ক্ষেতে মাছ চাষ করে?
ক ধানের খ পাটের গ আখের ঘ সরিষার — ক

৫৯. ফসলবিন্যাসে কোন ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়?
ক ডাল জাতীয় খ শিম জাতীয়
গ তেল জাতীয় ঘ দানা জাতীয় — খ

৬০. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কোনটি লাগানো হয়?
ক রসুন খ ধান গ মটরশুঁটি ঘ গম — ক

৬১. অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চাষকৃত আলুর উত্তোলন কোন মাসে শেষ হয়?
ক ডিসেম্বর-জানুয়ারি খ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
গ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ঘ মার্চ-এপ্রিল — খ

৬২. ফসল উৎপাদনের মৌসুম কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি — খ

৬৩. বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম-
ক রাজ কাঁকড়া খ গণ্ডার
গ পিপীলিকাভুক ম্যানিস ঘ স্লো লোরিস — ক

৬৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ-
ক স্বর্ণ খ লৌহ গ গ্যাস ঘ কয়লা — গ

৬৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা-
ক ২৯টি খ ১৮টি গ ২৩টি ঘ ২৮টি — ক

৬৬. মজুদ গ্যাসের পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড-
ক তিতাস খ বাখরাবাদ গ কুতুবদিয়া ঘ হবিগঞ্জ — ক

৬৭. তিতাস গ্যাসের মুখ্য উপাদান-
ক ইথেন খ মিথেন গ প্রপেন ঘ নাইট্রোজেন — খ

৬৮. তিতাস গ্যাস পাওয়া গেছে-
ক হবিগঞ্জে খ রশিদপুরে
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ তেঁতুলিয়ায় — গ

৬৯. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত-
ক কুমিল্লায় খ নারায়ণগঞ্জ
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ সিলেট — ক

৭০. বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডটি কোথায়?
ক কুমিল্লায় খ চট্টগ্রাম গ রাজশাহী ঘ সিলেট — ঘ

৭১. বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডটি কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত?
ক সিলেট খ মৌলভীবাজার
গ হবিগঞ্জ ঘ ব্রাহ্মণবাড়িয়া — খ

৭২. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত-
ক বান্দরবানে খ খাগড়াছড়িতে
গ সুনামগঞ্জে ঘ রাঙ্গামাটিতে — খ

৭৩. দেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকান্ড হয়?
ক হরিপুর খ সেমুতাং গ মাগুরছড়া ঘ সাঙ্গু — গ

৭৪. বাংলাদেশের মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
ক কালীগঞ্জ খ কমলগঞ্জ গ কিশোরগঞ্জ ঘ ব্রাহ্মবাড়িয়া — খ

৭৫. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রটি কোন জেলায়?
ক সিলেট খ হবিগঞ্জ
গ মৌলভীবাজার ঘ ব্রাহ্মবাড়িয়া — গ

৭৬. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয় কোন খাতে?
ক বিদ্যুৎ উৎপাদন খ সিমেন্ট কারখানা
গ সি. এন. জি ঘ সার কারখানা — ক

৭৭. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয়-
ক প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
খ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গ গৃহস্থলির রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঘ পেট্রোল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। — ঘ

৭৮. বাংলাদেশের কোন ক্ষেত্রে গ্যাস সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়?
ক পিডিবি খ বাসা বাড়িতে
গ সারকারখানা ঘ ডেসা — ক

৭৯. বাংলাদেশের কোথায় ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক চন্দ্রনাথ পাহাড়ে খ লালমাই পাহাড়ে
গ কুলাউড়া পাহাড়ে ঘ আলুটিলায় — গ

৮০. গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক ১৩টি খ ২৩টি গ ১৯টি ঘ ২৪টি — খ

৮১. নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ কানাডা গ ব্রিটেন ঘ অস্ট্রেলিয়া — খ

৮২. বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রটি আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?
ক তিতাস খ বাখরাবাদ
গ টেংরাটিলা ঘ পলাশ — গ

৮৩. ইউনোকল যে দেশের তেল কোম্পানি-
ক বাংলাদেশ খ কানাডা গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ যুক্তরাজ্য — গ

৮৪. সিলেটের হরিপুরে পাওয়া গেছে-
ক গ্যাস খ তৈল
গ গ্যাস ও তৈল উভয়ই ঘ চুনাপাথর — গ

৮৫. হরিপুর কেন বিখ্যাত?
ক পেট্রোলিয়াম খ প্রাকৃতিক গ্যাস
গ কয়লা ঘ সিমেন্ট কারখান — ক

৮৬. হরিপুর তৈল ক্ষেত্রে দৈনিক তৈল উত্তোলনের মাত্রা-
ক ৫০০ ব্যারেল খ ২০০ ব্যারেল
গ ৩০০ ব্যারেল ঘ ৫৫০ ব্যারেল — গ

৮৭. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কার হয় কোন সনে?
ক ১৯৮০ খ ১৯৮১ গ ১৯৮২ ঘ ১৯৮৫ — ঘ

৮৮. বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে-
ক জামালগঞ্জে খ জকিগঞ্জে
গ বিজয়পুরে ঘ রানীগঞ্জে — ক

৮৯. ফুলবাড়িয়া কয়লাক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
ক রংপুর খ রাজশাহী
গ দিনাজপুর ঘ নীলফামারি — গ

৯০. রানীপুকুর কয়লাক্ষেত্র বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত
ক কুমিল্লা খ দিনাজপুর গ বগুড়া ঘ রংপুর — ঘ

৯১. বাংলাদেশে পিট (Peat) কয়লা পাওয়া যায় কোন জেলায়?
ক বগুড়া খ ময়মনসিংহ গ সিলেট ঘ টাঙ্গাইল — গ

৯২. 'আইভরি ব্ল্যাক' কি?
ক রক্ত কয়লা খ সক্রিয় কয়লা
গ কালো রঙ ঘ অন্থিজ কয়লা — ঘ

৯৩. দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া থেকে কি খনিজ উত্তোলন করা হয়?
ক কয়লা খ চুনাপাথর
গ প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ কঠিন শিলা — ঘ

৯৪. বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে-
ক বিজয়পুরে খ রানীগঞ্জে
গ টেকের হাটে ঘ বিয়ানী বাজারে — ক

৯৫. বিজয়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
ক সিলে খ রাজশাহী গ বগুড়া ঘ নেত্রকোনা — ঘ

৯৬. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর মজুদ আছে?
ক শ্রীমঙ্গল খ টেকনাফ গ সেন্টমার্টিন ঘ বান্দরবান — গ

৯৭. কাঁচ বালির সর্বাধিক মজুদ কোন অঞ্চলে?
ক জামালপুর খ সিলেট গ কুমিল্লা ঘ বগুড়া — খ

৯৮. রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?
ক চুনাপাথর খ কয়লা গ চীনামাটি ঘ তামা — ঘ

৯৯. কোন সংস্থা বিশ্ব 'ঐতিহ্য এলাকা' ঘোষণা করেছে?
ক WTO খ WHO গ UNEP ঘ UNESCO — ঘ

১০০. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি শাল গাছ আছে?
ক সিলেট খ পার্বত্য চট্টগ্রাম
গ ভাওয়াল ঘ সুন্দরবন — গ

১০১. ইউনেস্কো কোন সালে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে?
ক ১৯৯৭ খ ১৯৮৩ গ ১৯৮৯ ঘ ২০০১ — ক

১০২. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে কততম 'বিশ্বঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?
ক ৫২১তম খ ৫২৩ তম গ ৭৯৮তম ঘ ৫২৮তম — গ

১০৩. পানি দূষণের প্রধান কারণ-
ক Man (মানুষ) খ Tree (গাছপালা)
গ Beast (পশু) ঘ Bird (পাখি) — ক

১০৪. বাংলাদেশে কোন ধরনের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে?
ক নদীর পানি খ বিলের পানি
গ অগভীর নলকূপের পানি ঘ গভীর নলকূপের পানি — গ

১০৫. বাংলাদেশে কয়টি জেলার নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে?
ক ৬৩ টি জেলায় খ ৬১ টি জেলায়
গ ৫১ টি জেলায় ঘ ৪৯ টি জেলায় — খ

১০৬. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-
ক নারায়ণগঞ্জ খ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ গোপালগঞ্জ ঘ ফেঞ্চুগঞ্জ — খ

১০৭. বাংলাদেশের কোন নদীর পানি অত্যাধিক দূষিত?
ক শীতলক্ষ্যা খ বুড়িগঙ্গা গ তুরাগ ঘ পশুর — খ

১০৮. আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক-
ক মোস্তফা জব্বার খ অধ্যাপক আবদুস সালাম
গ অধ্যাপক আবুল হুসসাম ঘ অধ্যাপক আবদুল গণি — গ

১০৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?
ক ০.০১ মিঃ গ্রাঃ খ ০.০৫ মিঃ গ্রাঃ
গ ০.১ মিঃ গ্রাঃ ঘ ০.৫ মিঃ গ্রাঃ — ক

১১০. দেশজ উপাদান ব্যবহার করে আর্সেনিক মুক্ত করার পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?
ক ড. এম. এ বাসার খ ড. এম আজাদ
গ ড. ইউনুস ঘ ড. এম. এ. হাসান — ঘ

১১১. বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার কোনটি?
ক জশলদিয়া খ সোনাকান্দা
গ চাঁদনীঘাট ঘ সায়েদাবাদ — ঘ

১১২. ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়-
ক সদরঘাটে খ চাঁদনীঘাটে
গ পোস্তগোলায় ঘ শ্যামবাজারে — খ

১১৩. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস.....
ক খনিজ তৈল খ প্রাকৃতিক গ্যাস
গ পাহাড়ী নদী ঘ উপরের সবগুলোই — ঘ

১১৪. সরকার কত সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে?
ক ২০১০ সালে খ ২০১৫ সালে
গ ২০১৮ সালে ঘ ২০২১ সালে — ঘ

১১৫. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল-
ক কাপ্তাই খ চন্দ্রঘোনা
গ বান্দরবান ঘ রামু — ক

১১৬. নিচের কোনটির উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত?
ক নাফ নদী খ কর্ণফুলী নদী
গ সুরমা নদী ঘ কুশিয়ারা নদী — খ

১১৭. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?
ক লুসাই নদী খ নাফ নদী
গ কাপ্তাই নদী ঘ কর্ণফুলী নদী — ঘ

১১৮. কাপ্তাই ড্যাম কোন জেলায় অবস্থিত?
ক চট্টগ্রাম খ রাঙ্গামাটি
গ কক্সবাজার ঘ বান্দরবান — খ

১১৯. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কিসের জন্য বিখ্যাত?
ক প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র
খ প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র
গ দ্বিতীয় কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র
ঘ দ্বিতীয় গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র — ক

১২০. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক ময়মনসিংহ খ নেত্রকোণা
গ সাভার ঘ পাবনা — ঘ

১২১. বাংলাদেশে একমাত্র বার্জ মাউন্টেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক ঢাকা খ রাজশাহী গ খুলনা ঘ সিলেট — গ

১২২. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়?
ক চট্টগ্রাম খ নরসিংদী
গ দিনাজপুর ঘ যশোর — খ

১২৩. কোন সংস্থা গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত?
ক ডেসা খ পিডিবি
গ ওয়াপদা ঘ আরইবি — ঘ

১২৪. আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ-
ক গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে
খ গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগতকে বাঁচায়।
গ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো অবদান নেই
ঘ ঝড় ও বন্য আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয় — খ

১২৫. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূমির কত শতাংশ?
ক ১৯ শতাংশ খ ১২ শতাংশ
গ ১৬ শতাংশ ঘ ১৭.৮ শতাংশ — ঘ

১২৬. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ?
ক চাপালিশ খ কেওড়া
গ গেওয়া ঘ সুন্দরী — ঘ

১২৭. দেশের কোন বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয়?
ক সুন্দরবন খ মধুপুর বনাঞ্চল
গ পার্বত্য ঘ গাজীপুর বনাঞ্চল — গ

১২৮. মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?
ক গর্জন খ সেগুন
গ গামার ঘ শাল — ঘ

১২৯. বাংলাদেশে দীর্ঘতম গাছের নাম কি?
ক বৈলাম খ ইউক্যালিপটাস
গ অর্জুন ঘ মেহগনি — ক

১৩০. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে-
ক খুলনা বিভাগে খ চট্টগ্রাম বিভাগে
গ বরিশাল বিভাগে ঘ সিলেট বিভাগে — খ

১৩১. সুন্দরবনের আয়তন প্রায় কত বর্গ কিলোমিটার?
ক ৩৮০০ খ ১০০০০
গ ৬০১৭ ঘ ৬৯০০ — গ

১৩২. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?
ক মধুপুর বন খ সুন্দরবন
গ বান্দরবান ঘ হিমছড়ি বন — খ

১৩৩. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-
ক সুন্দরবন খ ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
গ সরলবর্গীয় বনভূমি ঘ চিরহরিৎ বনভূমি — ক

১৩৪. বাংলাদেশে নির্মিতব্য প্রথম হাইটেক পার্ক কোথায়?
ক মহাখালী, ঢাকা খ টঙ্গী, গাজীপুর
গ কালিয়াকৈর, গাজীপুর ঘ আদমজী, নারায়নগঞ্জ — গ

১৩৫. সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের নামানুসারে বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এই বনের অন্য একটি নাম আছে, তা কি?
ক হুদোবন খ চাঁদাগাই
গ বাদাবন ঘ বাইনবন — গ

১৩৬. অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল কোনটি?
ক সুন্দরবন খ সেন্টমার্টিন
গ নিঝুম দ্বীপ ঘ মহেশখালী — ক

১৩৭. বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক কোথায় অবস্থিত?
ক সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
খ মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড মুরাইছড়ায়
গ কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়
ঘ খুলনার মংলায় — ক

১৩৮. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন কোথায়?
ক খুলনা খ নোয়াখালী
গ বাগেরহাট ঘ সাতক্ষীরা — খ

১৩৯. বাংলাদেশের সুন্দরবন কোন রকমের বন?
ক পত্রঝরা খ চিরহরিৎ
গ রেইন ঘ শালবন — খ

১৪০. 'ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান' কত সালে প্রতিষ্ঠিত?
ক ১৯৮২ সালে খ ১৯৮৩ সালে
গ ১৯৮০ সালে ঘ ১৯৮৪ সালে — ক

১৪১. বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান-
ক রমনা উদ্যান খ বোটানিক্যাল উদ্যান
গ বলধা গার্ডেন ঘ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান — ঘ

১৪২. দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত?
ক চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে
খ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে
গ কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়
ঘ রাঙ্গমাটি জেলায় বেতবুনিয়ায় — গ

১৪৩. লাউয়াছড়া বনে কোন বিরল প্রাণী আছে?
ক হনুমান খ চিতল হরিণ
গ ভুবন চিল ঘ উলুক — ঘ

Home Work

১. বাংলাদেশের কোন নদী কার্পজাতীয় মাছের রেণুর প্রধান উৎস? *(৪৬তম বিসিএস)*
ক সালদা খ হালদা
গ পদ্মা ঘ কুমার — **খ**

২. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি? *(৪৫তম বিসিএস)*
ক কয়লা খ প্রাকৃতিক গ্যাস
গ চুনাপাথর ঘ চীনামাটি — **খ**

৩. দেশের কোন জেলায় সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত? *(৪৫তম বিসিএস)*
ক চট্টগ্রাম খ ফেনী
গ নরসিংদী ঘ ময়মনসিংহ — **গ**

৪. বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? *(৪৫তম বিসিএস)*
ক রাজশাহী খ কুমিল্লা গ চট্টগ্রাম ঘ গাজীপুর — **গ**

৫. বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত? *(৪৫তম বিসিএস)*
ক চাঁদপুর খ ফরিদপুর
গ ময়মনসিংহ ঘ ভোলা — **গ**

৬. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কী? *(৪৫তম বিসিএস)*
ক প্রাকৃতিক গ্যাস খ চুনাপাথর
গ মিথেন গ্যাস ঘ ইলমেনাইট — **গ**

৭. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? *(৪৪তম বিসিএস)*
ক চট্টগ্রাম খ সিলেট
গ পঞ্চগড় ঘ মৌলভীবাজার — **ঘ**

৮. 'বলাকা' কোন ফসলের একটি প্রকার? *(৪৩তম বিসিএস)*
ক ধান খ গম গ পাট ঘ টমেটো — **খ**

৯. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত? *(৪৩তম বিসিএস)*
ক তুলা খ তামাক গ পেয়ারা ঘ তরমুজ — **খ**

১০. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? *(৪০ তম বিসিএস)*
ক সিলেটের বনভূমি
খ পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
গ ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি
ঘ খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির বনভূমি — **গ**

১১. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়? *(৪০ তম বিসিএস)*
ক ফরিদপুর খ রংপুর
গ জামালপুর ঘ শেরপুর — **ক**

১২. বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান কত শতাংশ? *(৩৯ তম বিসিএস)*
ক ১১.৩৮ শতাংশ খ ১৬ শতাংশ
গ ১২ শতাংশ ঘ ১৮ শতাংশ — **ক**

১৩. জুম চাষ হয়- *(৩৮ তম বিসিএস)*
ক বরিশাল খ ময়মনসিংহে
গ খাগড়াছড়িতে ঘ দিনাজপুরে — **গ**

১৪. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান- *(৩৮তম বিসিএস)*
ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে খ অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ ক্রমহ্রাসমান ঘ অপরিবর্তিত থাকছে — **গ**

১৫. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়- *(৩৮তম বিসিএস)*
ক ফার্নেস অয়েল খ কয়লা
গ প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ ডিজেল — **গ**

১৬. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়- *(৩৭তম বিসিএস)*
ক আউশ ধান খ আমন ধান
গ বোরো ধান ঘ ইরি ধান — **গ**

১৭. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়- *(৩৬তম বিসিএস)*
ক আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে খ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
গ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ঘ মাঘ-ফাল্গুন — **গ**

১৮. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? *(৩৬তম বিসিএস)*
ক ৫০% খ ৫৮%
গ ৬২% ঘ ৬৬% — **গ**

১৯. বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত? *(৩৫তম বিসিএস)*
ক কুষ্টিয়া গ্রেড খ ঝিনাইদহ গ্রেড
গ চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ মেহেরপুর গ্রেড — **ক**

২০. বাংলাদেশের সুন্দরবনে কতো প্রজাতির হরিণ দেখা যায়? *(৩৫তম বিসিএস)*
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪ — **খ**

২১. 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' কী? *(৩৫তম বিসিএস; ১২তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন- '১৫; ১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন জুলা পর্যায় ২০১৭; উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা- '০৭)*
ক উন্নত জাতের ভুট্টা খ উন্নত জাতের গম
গ উন্নত জাতের আম ঘ উন্নত জাতের চাল — **ক**

২২. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়? *(৩৫তম বিসিএস)*
ক পঞ্চাশ দশক খ ষাট দশক
গ সত্তর দশক ঘ আশির দশক — **ঘ**

২৩. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদানটি লাভ করে? *(৩৪তম বিসিএস)*
ক ফসফরাস খ নাইট্রোজেন
গ পটাশিয়াম ঘ সালফার — **খ**

২৪. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম? *(৩২তম বিসিএস)*
ক উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ উন্নত জাতের ধানের নাম
গ উন্নত জাতের গমের নাম
ঘ দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম — **গ**

২৫. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত হচ্ছে- *(৩২,২৬,১০তম বিসিএস)*
ক দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম খ দুটি কৃষি সংস্থার নাম
গ উন্নত জাতের গম শস্য ঘ কৃষি খামারের নাম — **গ**

২৬. দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? *(৩০তম বিসিএস)*
ক গজারিয়া খ গাজীপুর
গ সাভারে ঘ সেন্টমার্টিনে — **ক**

২৭. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? *(২৭তম বিসিএস)*
ক দিনাজপুর খ গোপালপুর
গ পাকশী ঘ ঈশ্বরদী — **ঘ**

২৮. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? *(২৬তম বিসিএস)*
ক টি.এস পি খ ইউরিয়া
গ সবুজ সার ঘ মিউরেট অব পটাশ — **খ**